পদ্মা সেতু: বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে টেকসই উন্নয়ন অনুঘটক

১৮৬২ সালের ১৫ নভেম্বর বাংলাদেশ ভূখণ্ডে সর্বপ্রথম রেলপথ চালু হয়। দেশের প্রথম এই রেলপথ স্থপিত হয়েছিল চুয়াডাঙ্গার দর্শনা থেকে কুষ্টিয়া জেলার জগতি পর্যন্ত। পরবর্তীতে ব্রিটিশ আমল, পাকিস্তান আমল ও ১৯৭১ এর স্বাধীনতার পর দেশের বিভিন্ন জেলা পর্যায়ক্রমে রেল নেটওয়ার্কের আওতায় আসে।

সেই যুগের পরে আজ নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হলো। ১০ অক্টোবর ২০২৩ রাজধানী ঢাকা থেকে পদ্মা সেতু হয়ে ফরিদপুরের ভাঙ্গা পর্যন্ত (৮২ কিলোমিটার) আনুষ্ঠানিক রেল চলাচল উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। যান চলাচল শুরু হওয়ার মোটামুটি এক বছরের মধ্যেই পদ্মাসেতুতে রেল চলাচলের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের যোগাযোগ ব্যবস্থায় উন্মোচিত হতে যাচ্ছে নতুন আরেকটি মাইলফলক।

ঐতিহাসিকভাবে রেলপথে চলাচল বাংলার আপামর জনসাধারনের কাছে একটি আস্থা ও আরামপ্রদ ভ্রমন মাধ্যম। তাছাড়া রেলপথ ও রেল পরিবহন পরিবেশবান্ধব, জ্বালানিসাশ্রয়ী, দীর্ঘস্থায়ী ও নিরাপদ। গ্রামীণ অর্থনীতির সুষম উন্নয়ন, বণ্টন ও পুনর্গঠনে রেল পরিবহন ব্যবস্থার গুরুত্ব অনেক। সীমিত সম্পদ, নিম্ন আয়, অধিক জনসংখ্যা ইত্যাদি কারণে রেল পরিবহনকেই দেশে সবচেয়ে যথার্থ মাধ্যম মনে করা হয়। নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেন বলেছেন, আধুনিক উন্নয়নচিন্তার কেন্দ্রীয় বিষয়গুলো হলো দীর্ঘস্থায়ী ও নিরাপদ যোগাযোগ ব্যবস্থা। যার প্রকৃষ্ট উদাহরণ হল এই রেল যোগাযোগ।অধিকন্তু, বাংলাদেশের মতো জনবহুল দেশে গণপরিবহন হিসেবেও রেলওয়ের গুরুত্ব অপরিসীম। নিরাপদ, সাশ্রয়ী, পরিবেশবান্ধব, স্থায়ী পরিবহন নেটওয়ার্ক হওয়ায় পদ্মা সেতুর উপর স্থাপিত রেলপথ দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে সমন্বিত বহুমাত্রিক যোগাযোগের দ্বার উন্মোচন করবে। যা এই অঞ্চলে টেকসই উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে।

পদ্মাসেতু, পদ্মা নদীর উপর বিস্তৃত একটি স্মারক অবকাঠামো প্রকল্প, যা বাংলাদেশের উন্নয়ন অগ্রগতি, সংযোগ, নির্ভরতা এবং আশার প্রতীক হিসাবে দাঁড়িয়ে আছে। সমগ্র বাংলাদেশের অর্থনীতিকে

তরান্বিত করা বিশেষ করে দীর্ঘকাল অবহেলিত বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের টেকসই উন্নয়ন সাধনের প্রধান অনুঘটক হতে যাচ্ছে এই স্বপ্নের সেতু। যার ফলাফল ইতিমধ্যে পেতে শুরু করেছে সমগ্র জাতি। পদ্মা সেতু এই অঞ্চলে যে কয়টি পরিবর্তন আনয়নের মাধ্যমে টেকসই উন্নয়নের রূপান্তরকারী শক্তি হিসাবে কাজ করছে সেগুলো হল-স্থানীয় ও জাতীয় যোগাযোগের উন্নয়ন, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং স্থানীয় জনগণের জীবন যাত্রার মান উন্নতকরন ইত্যাদি।

যোগাযোগকে পৃথিবীর সব দেশে টেকসই উন্নয়নের একটি গুরুত্বপূর্ণ চালক হিসাবে বিবেচনা করা হয়। বাংলাদেশের মতো ঘনবসতিপূর্ণ দেশে অর্থনৈতিক অগ্রগতির জন্য বিস্তৃত ও নিরবিচ্ছিন্ন পরিবহন নেটওয়ার্ক অপরিহার্য। নদী ও জলাশয় দ্বারা বেষ্টিত খুলনা, সাতক্ষীরা এবং যশোরের মতো জেলা নিয়ে গঠিত দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল ঐতিহাসিকভাবে তার ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে সংযোগের ক্ষেত্রে প্রতিকূলতার সম্মুখীন হয়ে আসছে। এই দৃশ্যপট নাটকীয় ভাবে বদলে দিতে চলেছে পদ্মাসেতু। এটি দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলকে সরাসরি রাজধানী ঢাকা এবং দেশের বাকি অংশের সাথে সংযুক্ত করেছে। এই নতুন সংযোগের ফলে ভ্রমণের সময়, পরিবহন খরচ এবং লজিস্টিক প্রতিবন্ধকতা হ্রাস পেয়েছে বহুগুনে। যার ফলে পণ্য, পরিষেবা এবং মানুষের যাতায়াত সহজতর হয়েছে। উন্নত যোগাযোগ সৃষ্টি করছে নতুন বাজার, তরান্বিত করছে বিনিয়োগ আকর্ষণ যার ফলে এই অঞ্চলের মানুষের জন্য উন্মচিত হচ্ছে সুযোগ আর সম্ভবনার অবারিত দুয়ার। টেকসই উন্নয়নে পদ্মা সেতু যেসব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে তা হল আঞ্চলিক অর্থনীতিকে চাঙ্গা করা। বাংলাদেশের দক্ষিণ- পশ্চিমাঞ্চলে কৃষি, শিল্প, পর্যটনসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে অপার সম্ভাবনা রয়েছে। পর্যাপ্ত পরিবহণ পরিকাঠামোর অভাব এতদিন এই সুযোগগুলিকে পুরোপুরি কাজে লাগানোর ক্ষেত্রে বিভিন্নভাবে বাধাগ্রস্ত করেছে।

পদ্মা সেতু দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের উর্বর সমভূমি থেকে কৃষিপণ্য শহুরে বাজারে দ্রুততার সাথে কম খরচে পরিবহন করার পাশাপাশি শিল্প খাতকেও সম্প্রসারিত হতে অন্যতম উদ্দীপক হিসাবে কাজ করছে।এর ফলে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে, দারিদ্র্যতা হ্রাস পাবে এবং জীবনযাত্রার মান উন্নত হবে।উপরন্তু, পর্যটন শিল্পে পদ্মা সেতুর প্রভাব ছোট করা যাবেনা। সুন্দরবনের ম্যানগ্রোভবন এবং স্নিগ্ধ নদী বেষ্টিত দক্ষিণ- পশ্চিমাঞ্চল প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের এক লীলাভূমি। পদ্মা সেতু নিশ্চিতভাবে এই আকর্ষণগুলোকে পর্যটকদের জন্য আরও সহজে ভ্রমনযোগ্য করে তুলবে, সম্ভাব্য পর্যটকদের আগমন

বাড়াবে এবং স্থানীয় অর্থনীতিকে চাঙ্গা করবে।

টেকসই উন্নয়নের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল স্থানীয় জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নত করা। পদ্মা সেতুর সরাসরি প্রভাব পড়বে দক্ষিণ- পশ্চিমাঞ্চলের মানুষের জীবন- জীবিকার ওপর। এটি দৈনিক যাত্রীদের জন্য ভ্রমণের সময় হ্রাস করবে, তাদের জন্য ঢাকা এবং অন্যান্য নগর কেন্দ্রে শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা এবং কর্মসংস্থানের সুযোগগুলি সহজতর করবে। তদুপরি, সেতুটি গ্রামীণ কৃষক এবং বাসিন্দাদের জন্য বাজার এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও চিকিৎসা সুবিধা আরও সহজলভ্য হওয়ায় মানুষের স্বাস্থ্যসেবার প্রাপ্তির সুযোগ বাড়বে বহুলাংশে।
পদ্মা সেতু ও তার সাথে সম্প্রতি নির্মিত রেল সংযোগের ফলে দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে সংশ্লিষ্ট অবকাঠামো উন্নয়নের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে সড়ক নেটওয়ার্ক, রেলসংযোগ এবং অন্যান্য সহায়ক সুবিধা। এই অবকাঠামোগত উন্নয়নগুলি এই অঞ্চলের সামগ্রিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলবে, যা কিনা ব্যবসা এবং বিনিয়োগের জন্য আরও আকর্ষণীয় করে তুলবে। অবকাঠামোগত উন্নয়ন দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল উন্নয়নে ঐতিহাসিক বৈষম্য মোকাবেলা করতে এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে উদ্দীপিত করবে। এর ফলে, আঞ্চলিক বৈষম্য কমবে এবং সম্পদ ও সুযোগের আরও সুষম বণ্টনে অবদান রাখবে এই সেতু।

পদ্মা সেতু দক্ষিণ- পশ্চিমাঞ্চল তথা সমগ্র বাংলাদেশের জনগণের জন্য আশা ও সুযোগের আলোকবর্তিকা হিসেবে দাঁড়িয়ে আছে, একটি উজ্জ্বল এবং আরও সমৃদ্ধ ভবিষ্যতের পথ প্রশস্ত করছে। এ সেতু নির্মাণকে ঘিরে দেশে ও বিদেশে হয়েছে নানা ষড়যন্ত্র, প্রকল্প শুরুর আগেই দেয়া হয় দুর্নীতির কলঙ্ক। সেই অজুহাতে মুখ ফিরিয়ে নেয় বিশ্বব্যাংক। কিন্তু বাংলাদেশ থেমে থাকেনি, দমে থাকেনি। থেমে থাকেননি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তিনি নিজস্ব অর্থায়নে এই সেতু নির্মাণের ঘোষণা দেন এবং তা বাস্তবায়ন করে দেখান। এভাবেই শেখ হাসিনার বলিষ্ঠ নেতৃত্তে দুর্বার গতিতে এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ, এগিয়ে যাবে, হবে সুখী সমৃদ্ধ সোনার বাংলা। অব্যাহত থাকুক এই ধারা।

লেখক: সহকারী অধ্যাপক, ম্যানেজমেন্ট স্টাডিজ বিভাগ, কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়।

দেখা সাক্ষাৎ শুরু হচ্ছে বিএনপি জামায়াতের?

আবারও দেখা সাক্ষাৎ শুরু হচ্ছে বিএনপি জামায়াতের। যার শুরুটা হলো হাসপাতালে চিকিৎসাধীন খালেদা জিয়াকে দেখতে যাওয়ার মধ্য দিয়ে। হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে জামায়াতে ইসলামীর নায়েবে আমির রীতিমত তোপ দাগলেন সরকারের বিরুদ্ধে। তিনি দাবি জানালেন খালেদা জিয়াকে বিদেশে পাঠানোর। যদিও বিএনপি-জামায়াতের দেখা সাক্ষাৎ প্রসঙ্গে মুখে কুলুপ এটেছেন দলটির কেন্দ্রীয় নেতারা।

চিকিৎসাধীন বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়াকে দেখতে রাজধানীর এভারকেয়ার হাসপাতালে যান জামায়াতে ইসলামীর নায়েবে আমির ডা.সৈয়দ আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ তাহেরসহ ৫ নেতা। খালেদার শারীরিক অবস্থার খোঁজখবর নেওয়া শেষে সেখান থেকে বের হন দুপুর ১ টা ১০ মিনিটে। এ সময় উপন্থিত ছিলেন সংগঠনের কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদ সদস্য ও ঢাকা মহানগরী দক্ষিণের আমির নুরুল ইসলাম বুলবুল, উত্তরের আমির আব্দুর রহমান মুসা, সহকারী সেক্রেটারি ডা.ফখরুদ্দিন মানিক, প্রচার সম্পাদক আতাউর রহমান সরকার।

এদিকে রাজধানীর এভারকেয়ার হাসপাতালে চিকিৎসাধীন বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার জীবন ঝুঁকির মধ্যে আছেন বলে জানায় মেডিকেল বোর্ড। সোমবার বোর্ডের সদস্যরা আরও জানান, দেশের চিকিৎসা দিয়ে আর বেশি দিন তাকে বাঁচিয়ে রাখা সম্ভব হবে না।

সংবাদ সম্মেলনের পরের দিনেই পুরোনো বন্ধু জামায়াত হাসপাতালে সাক্ষাতে যাওয়া নিয়ে চলছে আলোচনা। রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা বলছেন, বিএনপি ও জামায়াতে ইসলামীর মধ্যকার সম্পর্ক ছিন্ন হয়েছে বলে রাজনীতির অঙ্গনে বেশ কয়েকদিন ধরে গুঞ্জন চলছে। যদিও এ বিষয়ে বিএনপি কিংবা জামায়াতের পক্ষ থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে কিছু জানানো হয়নি। ফলে বিএনপি-জামায়াতের মধ্যকার সম্পর্ক আসলেই ছিন্ন হয়ছে নাকি কৌশল সে বিষয়টি সামনে চলে আসছে। যেহেতু সম্পর্ক ছিন্ন করার ব্যাপারে কোনো দলই এখনও আনুষ্ঠানিক কোনো মন্তব্য করেনি তাই সম্পর্ক ছিন্নের ব্যাপারটি নিয়ে এখনই বলার মতো সময় আসেনি।

হাসপাতাল থেকে বের হয়ে জামায়াতে ইসলামীর নায়েবে আমির ডা.সৈয়দ আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ তাহের জানান, বিএনপি নেত্রীর শারীরিক অবস্থা সংকটাপন্ন। তাকে দ্রুত দেশের বাইরে পাঠানোর দাবিও করেন তিনি। বিএনপির সাথে জামায়াতের ঘনিষ্টতা আরও বেড়েছে কি না এ প্রশ্নের কোনো জবাব দেননি দলটির আমির। যদিও গত জুনে জামায়াতে ইসলামীর নায়েবে আমির সমাবেশে বলেছিলেন ‘বিএনপির সঙ্গে জামায়াতের জোট এখন আর কার্যকর নেই, কিন্তু আমরা সরকারবিরোধী আন্দোলনে আছি।’দীর্ঘদিন পরে তারা রাজনৈতিক সহযোদ্ধার খোঁজে নিতে গেছে জামায়াত নেতারা।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে বিএনপির চেয়ারপারসনের প্রেস উইং সদস্য শামসুদ্দিন দিদারের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি জানান, উনি শুনেছেন। এছাড়া এবিষয়ে কোন তথ্য তার কাছে নেই।

জামায়াতের সঙ্গে বিএনপির সম্পর্ক সবসময়েই ছিলো উল্লেখ করে একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির সভাপতি শাহরিয়ার কবীর বলেন, ‘ওরা কৌশলগতকারণে সম্পর্কহীনতার কথা বলে। তারা ভোটের আগে শক্তি দেখাতে এবং জনমানুষের মধ্যে গ্রহণযোগ্যতা বাড়াতে দৃশ্যমানতা তৈরি করতে চাইবে। তবে এই দেশের জনগণ আর তাদের গ্রহণ করবে না।’

কুষ্টিয়ায় চেম্বার অব কমার্সের সভাপতিকে জেলা তাতীলীগের শুভেচ্ছা

বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও দি কুষ্টিয়া চেম্বার অফ কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রির সভাপতি আবু জাফর মোল্লাকে বাংলাদেশ তাতীলীগ কুষ্টিয়া জেলা শাখার পক্ষ থেকে ফুলের শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানানো হয়েছে।

আজ মঙ্গলবার সকালে শহরের বড় বাজার এলাকার তার নিজ ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে এই শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানান সংগঠনের নেতারা।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ তাতীলীগের জেলা কমিটির সভাপতি রুহুল আমিন, সাধারণ সম্পাদক হাজী হারুন অর রশীদ, কুষ্টিয়া জেলা আওয়ামীলীগের উপ-প্রচার সম্পাদক মো: আব্দুল লতিফ, কুষ্টিয়া সদর উপজেলার সাধারন সম্পাদক মেজবাউর রহমান লিগারসহ অত্র সংগঠনের অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

বুঝে কিনুন প্রসাধনী

মেকআপ, স্কিনকেয়ার অথবা চুলের যত্নের জন্য প্রসাধনীর অভাব নেই। আপনার রুপের ধরনভেদে প্রসাধনীও কিনতে হয় বাছাই করে। অনেকে সাজেশান নিয়ে কোনো পণ্য কিনে ফেলেন। কোনো একটা প্রোডাক্টের নাম শোনা গেল, আর সঙ্গে সঙ্গেই সেটা খুঁজতে ব্যস্ত হয়ে গেলেন। কিন্তু সাজেশানের ফলে অনেক সময় ত্বকের ক্ষতিও হয়। সেজন্য ত্বকের বা বিউটি কেয়ারের জন্য প্রসাধনী কেনার আগে কয়েকটি বিষয় মনে রাখা জরুরি।

সবার প্রথমে উপাদান
অনলাইনের বদৌলতে আজকাল অনেকেই প্রলুব্ধ হয়ে পণ্য কিনে ফেলেন। প্রসাধনীতে ন্যাচারাল বা অনেক কিছু লেখা থাকলেও তা প্রসেস করা। রাসায়নিক পদার্থ দিয়েই আপনার প্রসাধনী তৈরি করা হয়। এমনটিই স্বাভাবিক। তবে প্রসাধনী কেনার ক্ষেত্রে উপাদানের তালিকা যাচাই করা জরুরি। সুগন্ধি, প্যারাবেনস ও সালফেটের মতো সাধারণ অ্যালার্জেন উপাদানগুলো রয়েছে কি না, তা দেখে নিন। এসব উপাদান অনেকের ত্বকে এলার্জির কারণ হয়ে ওঠে। প্রসাধনীর পেছনেই সব উপাদানের তালিকা রয়েছে। সেখানে আপনার দুশ্চিন্তার সুযোগ কম। যেহেতু বেশির ভাগ প্রসাধনসামগ্রীই নানা রকম রাসায়নিক উপাদান দিয়ে তৈরি, তাই এগুলো এড়িয়ে চলা বেশ কঠিন। তারপরও কম রাসায়নিক উপাদান রয়েছে, এমন পণ্যগুলোই কেনার চেষ্টা করতে হবে। প্রয়োজনে আপনার

ত্বকের সঙ্গে উপযুক্ত কোন ধরনের

অনলাইন ঘাঁটুন
অনলাইন শপে ঘুরলে হবে না। প্রসাধনী কেনার ক্ষেত্রে গুগল থেকে উপযুক্ত তথ্য নেবেন। কোন ধরনের প্রসাধনী আপনার প্রয়োজন। কোন ধরনের উপাদান আপনার ত্বককে সহযোগীতা করবে সেটাও জানা জরুরি। অনলাইনে একটু ভালোমতো ঘাটলে সহজেই আপনি বুঝতে পারবেন কোন পণ্য আপনার জরুরি।

হাইপো-অ্যালার্জিক পণ্য সম্পর্কে জানুন
অতি সংবেদনশীল ত্বকের ক্ষেত্রে প্রসাধনী বাছাই করা অনেক জরুরি। এই ধরনের ত্বকের ক্ষেত্রে হাইপো-অ্যালার্জিক প্রসাধনী কিনে নিবেন। এ ধরনের প্রসাধনীতে সংবেদনশীল ত্বকের ক্ষতি হয় না।

পণ্য কিনুন এফপিএস যুক্ত
আপনার ত্বককে ক্ষতিকারক ইউভি রশ্মি থেকে রক্ষা করার জন্য সানস্ক্রিন অপরিহার্য।প্রথমবারের জন্য কোনো নতুন পণ্য কেনার সময়, বিশেষত যদি আপনার সংবেদনশীল ত্বক হয়ে থাকে, তবে প্যাচ টেস্ট করে নিন। যদি কোনো বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা না দেয়, তবেই কিনুন।

মেয়াদ দেখা জরুরি
দেশে অনেক প্রসাধনী বিদেশ থেকে আনা হয়। একটি নির্দিষ্ট সময়ে আনা হয় বলে অনেক সময় দেশীয় প্রসাধনীর মতো ফেরত দেয়ার সুযোগ থাকে না। তাই যখন কিনবেন মেয়াদ দেখে নেবেন। অনেকেই মেয়াদ দেখেন না। ফলে আর্থিক ক্ষতির পাশাপাশি ত্বকের ক্ষতিও হয়।

নিয়োগ দেবে ইস্টার্ন ব্যাংক

নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে ইস্টার্ন ব্যাংক পিএলসি । প্রতিষ্ঠানটিতে রিপ্রেজেন্টেটিভ (ট্রেইনি অ্যাসিস্ট্যান্ট অফিসার) পদে নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহী যোগ্য প্রার্থীরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।

পদের নাম

রিপ্রেজেন্টেটিভ (ট্রেইনি অ্যাসিস্ট্যান্ট অফিসার)- এজেন্ট ব্যাংকিং

শিক্ষাগত যোগ্যতা

প্রার্থীকে স্নাতক হতে হবে। অভিজ্ঞতা: প্রযোজ্য নয়। তবে ছয় মাসের অভিজ্ঞদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।

কর্মস্থল

যেকোনো স্থান।

বেতন

২৮,০০০/-টাকা।

আবেদন প্রক্রিয়া

আগ্রহী প্রার্থীরা বিস্তারিত জানতে ও আবেদন করতে পারবেন এই লিংকে গিয়ে।

আবেদনের শেষ তারিখ

১৯ অক্টোবর, ২০২৩

সূত্র : বিডিজবস

ঝিনাইাদহে অবৈধ ভাবে ভূমি আত্মসাতের বিরুদ্ধে সংবাদ সম্মেলন

ঝিনাইদহ সদও উপজেলার বৈডাঙ্গা স্টার-২, ব্রিকস্ ইট ভাটার জমি অবৈধ ভাবে আত্মসাৎ করার অভিযোগে ইউনাইটেড কমার্সিয়াল ব্যাংকের এর শাখা ব্যবস্থাপক মনিরুজ্জামান, জোহান ড্রীমভ্যালী পর্কের মালিক মোয়াজ্জেম হোসেনের স্ত্রী জহুরা খাতুন এবং লুৎফুন নাহার গং এর বিরুদ্ধে সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

মঙ্গলবার সকাল ১১টায় ঝিনাইদহ প্রেসক্লাব মিলনায়তনে এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন ভুক্তভোগি জমির মালিক তাজুল ইসলাম, এসময় তার সন্তান জোবায়ের রহমান রকি ও ইমরান উপস্থিত ছিলেন।

লিখিত বক্তব্যে তাজুল ইসলাম বলেন ইট ভাটার ব্যবসা করার উদ্দেশ্যে ২০১১ সালে ঝিনাইদহের চাকলা পাড়ার মঞ্জুর হোসেন স্বপন ও আমি স্টার-২ ব্রিকস্ নামে ঝিনাইদহ সদর উপজেলার সাগান্না ইউনিয়নের বৈডাঙ্গা বাজারের নিকটস্থ একটি ইটভাটা স্থাপন করি। মুলধন সংকটের কারণে নিজ নামিয় জমি মর্টগেজ রেজিষ্ট্রি করিয়া ৫০লক্ষ টাকা সিসি লোন করিতে স্বপনকে সহযোগীতা কর্ ◌িএছাড়াও এককালীন কিস্তিতে ১৫লক্ষ টাকা ঋণ গ্রহন করি। এভাবে ২০১৪ সাল পর্যন্ত ভালভাবে চলার পর স্বপন মৃত্যু বরণ করে। এমতাবস্থায় ইট ভাটায় আবারও মূলধন সংকোট দেখা দেয়। ব্যবসায়ের পুজি সৃষ্টি করার কারণে ঝিনাইদহের সাহাদাতিয়া সড়কের আবুল কাসেমের নিকট ইট ভাটার মালিকানা হস্তান্তরিত হয়। কিন্তু আবুল কাসেম পর্যাপ্ত পুজি সরবরাহ করতে ব্যর্থ হয় এবং ঋণের কিস্তি পরিশোধ না করায় হস্তান্তর চুক্তি লংঘিত হলে তিনি ইটভাটা ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়। এ অবস্থায় ঋণের পরিমান বাড়তে থাকে। এক পর্যায়ে ইটভাটার জমি গোপনে নিলাম বন্দোবস্ত হয়। পরে ঘটনাটি জানাজানি হলে কোর্টের মাধ্যমে নিলাম বন্দোবস্তটি বাতিল করা হয়। ভুক্তভোগি তাজুল ইসলাম ইউসিবিএল এর প্রধান কার্যালয়ে ৪৭ লক্ষ টাকা ঋণের কিস্তি পরিশোধ করেন। পরবর্তিতে নিলাম স্থগিত থাকা কালিন সময়ে ইউসিবিএল এর ঝিনাইদহ শাখার ব্যবস্থাপক মোঃ মনিরুজ্জামান, মঞ্জুরের স্ত্রী লুৎফুন নাহার এবং জোহান ড্রীমভ্যালির মালিক মোয়াজ্জেম হোসেনের স্ত্রী

জহুরা খাতুন গং যোগসাযসে অনেক টাকা লেনদেনের বিনিময়ে ব্যাংক কর্মকর্তার মাধ্যমে ন্যুনতম ৩৫ কোটি টাকার জমি মাত্র ২ কোটি ১৮ লক্ষ ৫০হাজার টাকার বিনিময়ে মোয়াজ্জেম হোসেনের স্ত্রীর নামে জমিটি ক্রয় করে। মোট জমির পরিমান ছিল ৪একর ৬৬.৩৯ শতক।

ভুক্তভোগী তাজুল ইসলাম তৃতীয় পক্ষ হওয়া স্বত্বেও ব্যাংক থেকে নিলাম বিক্রয়ের সময় না জানানোর অভিযোগ করেন তিনি। বিষয়টি সুষ্ঠু তদন্ত স্বাপেক্ষে নিলাম বাতিল পূর্বক যথাযথ নিয়োমে জমির মালিকানা ফিরে পাবার দাবি জানান।

কুষ্টিয়া চেম্বার সভাপতি আবু জাফর মোল্লাকে ট্রাক মালিক গ্রুপের শুভেচ্ছা

কুষ্টিয়া জেলা ট্রাক মালিক গ্রুপের সহ-সভাপতি আলহাজ্ব আবু জাফর মোল্লা দি কুষ্টিয়া চেম্বার অফ কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রির সভাপতি নির্বাচিত হওয়ায় তাকে ট্রাক মালিক গ্রুপের পক্ষ থেকে ফুলেল শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানানো হয়েছে।

আজ মঙ্গলবার সকালে শহরের বড় বাজার এলাকার তার নিজ ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে ফুলেল শুভেচ্ছা জানানো হয়।

এ সময় কুষ্টিয়া জেলা ট্রাক মালিক গ্রুপের সহ-সভাপতি আলহাজ্ব এম এ মালেক, সহ-সাধারণ সম্পাদক গণেশ জোয়ার্দ্দার, সাংগঠনিক সম্পাদক এ কে এম সিদ্দিকুর রহমান (হেলাল), কোষাধ্যক্ষ স্বপন কুমার সাহা, দপ্তর সম্পাদক আসাদুর রহমান (লোটন), প্রচার সম্পাদক আলহাজ্ব মোঃ আব্দুর রাজ্জাক, নির্বাহী সদস্য মো: খাদেমুল ইসলাম, মো: আহসান হাবিব আসকার, মতিউর রহমান, রাজু আহমেদ, রেজাউল করিম, তারাদাস ভৌমিক ও মো; রুহুল আমিন।

এ সময় দি কুষ্টিয়া চেম্বার অফ কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রির সভাপতি আবু জাফর মোল্লা তাদের পাশে সবসময় আছেন এবং ভবিষ্যতেও থাকবেন

বলে প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।

সিংহাম অ্যাগেইনের শেষ দৃশ্যের বাজেট ৩৩ কোটি টাকা

আবারও কপ ইউনিভার্স নিয়ে আসছেন রোহিত শেঠি। ২০১১ সালে ‘সিংহাম’ এবং ২০১৪ সালে ‘সিংহাম রিটার্নস’-এর পর ‘সিংহাম অ্যাগেইন’। এই সিনেমায় একসঙ্গে দেখা যাবে বলিউডের তিন তারকা অজয় দেবগন, অক্ষয় কুমার ও রণবীর সিংকে। গতমাসে হায়দরাবাদের রামোজি ফিল্ম সিটিতে শুরু হয়েছে এই সিনেমার শুটিং। তখন সবাই উপস্থিত থাকলেও দেরিতে শুটিং যোগ দিয়েছেন অক্ষয় কুমার।

আগেই জানা ছিল এত তারকা ঠাসা এই সিনেমা থাকবে নানান চমক। এরমধ্যে খোলাসা হলো একটি। সিনেমার শেষ দৃশ্যকে একটি সিনেমা হিসেবেও দেখতে পারেবেন দর্শক। আর এই দৃশ্যের শুটিংয়ের বাজেট ২৫ কোটি রুপি। যা বাংলাদেশি টাকায় প্রায় ৩৩ কোটি।

ভারতীয় সংবাদমাধ্যম বলিউড লাইফ জানিয়েছে, এই সিনেমার শেষ দৃশ্যটি সাজানো হয়েছে স্বতন্ত্রভাবে। অর্থাৎ কেউ চাইলে শুধু শেষ দৃশ্যটি আলাদা সিনেমা হিসেবেও দেখতে পারবেন। দৃশ্যটি বেশ দীর্ঘ। এতে থাকবে দুঃসাহসিক স্ট্যান্ট। এই দৃশ্যের শুটিং চলবে সপ্তাহব্যাপী। রোহিত শেঠির পুলিশি ব্রহ্মাণ্ডের এ সিনেমার শেষ দৃশ্যে একত্র হবেন বলিউডের তিন পুলিশ-সিংহাম (অজয় দেবগন), সূর্যবংশী (অক্ষয় কুমার) ও সিম্বা (রণবীর সিং)।

প্রথমবারের মতো পুলিশ কর্মকর্তা হয়ে এ সিনেমায় অ্যাকশন করতে দেখা যাবে দীপিকা পাড়ুকোনকে। শেষ দৃশ্যে দীপিকা ছাড়া আরও দেখা যাবে কারিনা কাপুর খান, অর্জুন কাপুর ও টাইগার শ্রফকে।

অ্যাকশন দৃশ্যের শুটিংয়ের সময় সেটে দুর্ঘটনা নতুন কিছু নয়। সিংহাম অ্যাগেইনের শেষ দৃশ্যে যাঁরা অতিথি চরিত্র করছেন, তাঁদের প্রত্যেকেই এখন একাধিক সিনেমার কাজে ব্যস্ত। সামান্য চোট পেলে বা আহত হলে অন্য সিনেমার শুটিং বাধাগ্রস্ত হবে। তেমন কোনো

দুর্ঘটনা যাতে এ শুটিংয়ে না হয়, সে বিষয়টি মাথায় রেখে জোরদার করা হয়েছে নিরাপত্তা ব্যবস্থা।

সূত্র: ইত্তেফাক

কথোপকথন গোপন রাখতে হোয়াটসঅ্যাপে যুক্ত হল নতুন ফিচার

এবার কথোপকথন গোপন রাখতে হোয়াটসঅ্যাপ নিয়ে এলো নতুন ফিচার ‘চ্যাটলক।’

নতুন এই চ্যাটলক আপনার বিশেষ কথোপকথন একটি বিশেষ ফোল্ডারে স্টোর করবে। সেখানে কার সঙ্গে কথা হচ্ছে, তার নাম লুকোনো থাকবে। মেসেজ নোটিফিকেশনও আসবে না।হোয়াটসঅ্যাপ লক করার জন্য বায়োমেট্রিক বা পিন কোড দিয়ে তা লক করার ব্যবস্থা রয়েছে। এটি অ্যান্ড্রয়েড ও আইওএস দুটিতেই রয়েছে। এতে যেকোনো গোপন চ্যাট নিরাপদে রাখা যায়।

আপনার ফোন কেউ গোপনে দেখতে চাইলেও এই চ্যাট তিনি খুঁজে বের করতে পারবেন না পিন কোড বা বায়োমেট্রিক্স ছাড়া। হোয়াটসঅ্যাপ ইতিমধ্যেই প্রাইভেসি সেটিংয়ে একাধিক বিষয় যুক্ত করেছে। তার মধ্যে রয়েছে ডিসঅ্যাপিয়ারি মেসেজ, স্ক্রিনশট ব্লকিং, কে স্ট্যাটাস মেসেজ দেখবেন তা নির্ধারণ করা, লাস্ট সিন বন্ধ রাখা।

নতুনটি হলো চ্যাটলক। এর জন্য হোয়াটসঅ্যাপের নতুন ভার্সন ডাউনলোড করতে হবে। তারপর যার সঙ্গে চ্যাটটি লক করতে চান তার প্রোফাইল পিকচারে যান। সেখানেই পাবেন নতুন অপশন চ্যাটলক। ডিস অ্যাপিয়ারিং মেসেজের নিচেই পাবেন অপশন। সেটিকে ‘এনাবেল’ করুন। এরপর অথেন্টিকেট করুন আপনার ফোনের পাসওয়ার্ড ও বায়োমেট্রিক্স দিয়ে।

সূত্র:ইত্তেফাক

মেহেরপুরে ১৭০ বোতল ফেনসিডিল সহ দুই সহোদর আটক

মেহেরপুর সদর উপজেলার শালিকা গ্রামে অভিযান চালিয়ে ১৭০ বোতল ফেন্সিডিল সহ দুই সহোদরকে আটক করেছে পুলিশ।

গতকাল সোমবার দিবাগত রাত একটার দিকে মেহেরপুর সদর থানার অফিসার ইনচার্জ মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম এর নেতৃত্বে পুলিশের একটি টিম দক্ষিন শালিকা গ্রামে এই অভিযান পরিচালনা করে। আটককৃতরা হলো সদর উপজেলার বুড়িপোতা ইউনিয়নের দক্ষিণ শালিকা গ্রামের মোঃ মনসুর আলীর ছেলে শুকুর আলী ও মকর আলী। আটকের সময় তাদের কাছ থেকে মাদক বিক্রির ২০ হাজার টাকা উদ্ধার করা হয়।

মেহেরপুর সদর থানার অফিসার ইনচার্জ মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম বলেন, ‘ গোপন সংবাদের ভিত্তিতে দক্ষিণ শালিকা গ্রামের শ্যামলী পাড়ায় অভিযান চালিয়ে শুকুর আলী ও মকর আলীকে ১৭০ বোতল ফেন্সিডিল সহ আটক করা হয়েছে। তাদের কাছ থেকে উদ্ধার করা মাদকের বাজার মূল্য আনুমানিক ৩ লক্ষ ৪০ হাজার টাকা। সদর থানায় মাদক নিয়ন্ত্রণ আইনের তাদের নামে ১০ অক্টোবর একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে, মামলা নম্বর
১৭। আসামিদেরকে আজ আদালতে সোপর্দ করা হবে। ‘

অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মোঃ কামরুল আহসান বলেন, ‘মাদকের বিরুদ্ধে মেহেরপুর জেলা পুলিশ জিরো টলারেন্স রয়েছে। শুধু মাদক বিক্রেতা নয় এদের আশ্রয়দাতা সহ মূল ব্যবসায়ীদের তালিকা পুলিশের হাতে রয়েছে, উপযুক্ত তথ্য প্রমাণসহ খুব শীঘ্রই তাদের আটক করা হবে। ‘